দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10 MAR. 1997 ... ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2.....

05

স্কুল হেলথ ক্লিনিক

প্রতি সাড়ে আট লাখ ছাত্র ছাত্রীর জন্য একজন ডাক্তার ঃ তাও অনুপস্থিত

শরীফ আলমাজী ঃ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার জন্য পরিচালিত স্কুল হেলথ কার্যক্রম অকেজো হয়ে পড়েছে। সারা দেশের চার কোটি স্কুল ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে ২৩টি স্কুল হেলথ ক্লিনিক। এসব ক্লিনিকে মোট ডাক্তারের সংখ্যা ৪৬ জন। ফলে প্রতি সাড়ে আট লাখ ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছেন মাত্র এক জন ডাক্তার।

রাজধানী ঢাকার কয়েক লক্ষ স্কুল ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে তিনটি স্কুল হেলথ ক্লিনিক। চিকিৎসকের সংখ্যা সর্বমোট ছয় জন।

ছাত্রছাত্রীর তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা দেখেই বোঝা যায়, স্কুল হেলথ ক্লিনিকগুলোর বেহাল অবস্থা। বর্তমানে প্রতিটি স্কুল হেলথ ক্লিনিকের জন্যে রয়েছে দু'জন ডাক্তার, একজন নার্স, এক জন ফার্মাসিস্ট এবং একজন পিয়ন। কোথাও কোথাও একজন নাইট গার্ডও আছে।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

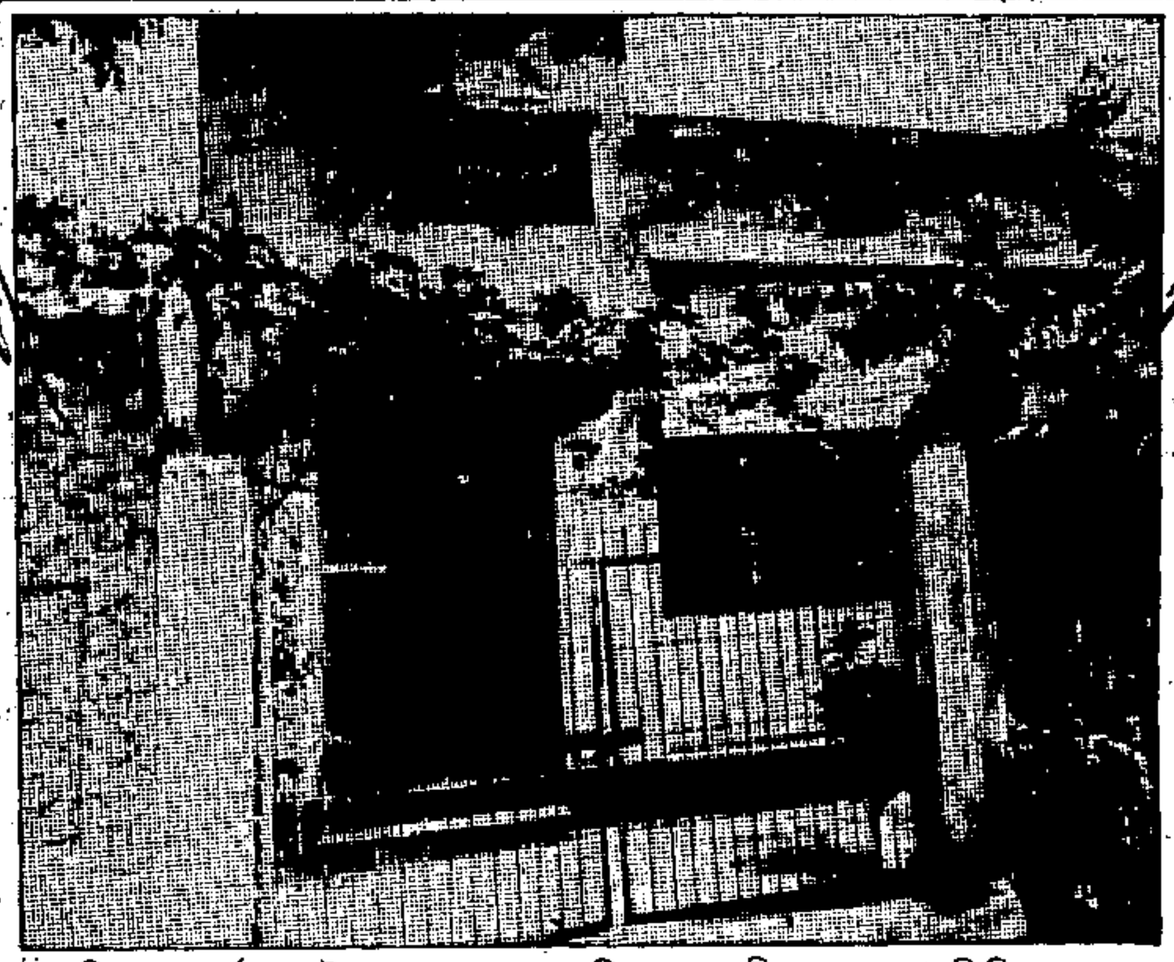

আজিমপুর গার্লস হাই স্কুলের পাশে অবস্থিত সরকারী স্কুল হেলথ ক্লিনিক। প্রায় প্রতিটি কর্মদিবসেই এভাবে তালাবন্ধ দেখা যায় ক্লিনিকের মূল গেট।

—ছবি ঃ ওয়াসে আনসারী

প্রতি সাড়ে আট লাখ ছাত্র ছাত্রীর জন্য একজন ডাক্তার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কর্ম দিবসে এসব ক্লিনিকে গিয়ে ডাক্তারের দেখা পাওয়া যায়নি। ক্লিনিকের মূল ফটকে ঝুলতে দেখা গেছে তালা। প্রশ্ন করলে ভেতর থেকে বলা হয় ডাক্তার সাহেব স্কুলে গেছেন। কোন স্কুলে সে সম্পর্কে সঠিক কোন জবাব পাওয়া যায় না। অন্যদিকে এই সব ক্লিনিকের আশপাশের স্কুলে গিয়েও এসব ক্লিনিকের কোন প্রকার কার্যকর ভূমিকার কথা শোনা যায়নি। অনেক স্কুলের কর্মকর্তাগণ জানেনই না যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সুবিধা দেয়ার জন্য স্কুল হেলথ ক্লিনিক রয়েছে।

রাজধানী ঢাকায় যে তিনটি স্কুল হেলথ ক্লিনিক রয়েছে এগুলো আজিমপুর গার্লস হাই স্কুলের পাশে, আরমানিটোলা হাই স্কুলের পাশে এবং শেরেবাংলা নগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে অবস্থিত।

স্কুল হেলথ ক্লিনিকগুলোতে ডাক্তার না পাওয়া গেলেও অথবা এইসব ডাক্তারগণ স্কুলে স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবা না দিলেও কাগজে কলমে এদের দায়িত্ব অনেক দেয়া রয়েছে।

স্কুল হেলথ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি বলেন, স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত যেসব অসুস্থতায় ভোগে সেসব অসুস্থতার চিকিৎসা ছাড়াও বিভিন্ন জটিল রোগে পরামর্শ দিয়ে সহয়তা করা এ সকল ক্লিনিকের চিকিৎসকদের প্রধান কাজ।

তিনি বলেন, এ দেশে প্রচুরসংখ্যক ছাত্রছাত্রী রাত কানা, ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ থেকে শুরু করে নানা প্রকার অপুষ্টিতে ভোগে। কেউ কেউ রক্তহীনতা ও কৃমি, পেটের পীড়া, আমাশয়সহ বিভিন্ন রোগে ভোগে। এই সব ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া ক্লিনিকের ডাক্তারদের কাজ।

ঢাকার বাইরে ২০টি স্কুল হেলথ ক্লিনিক রয়েছে। এর মধ্যে পুরো নারায়ণগঞ্জ জেলার জন্য একটি, ময়মনসিংহে একটি, ফরিদপুরে একটি। এ ছাড়া টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, বগুড়া, সৈয়দপুর, খুলনা, যশোর, বরিশাল ও কুষ্টিয়ায় একটি করে স্কুল হেলথ ক্লিনিক রয়েছে। নোয়াখালীতে রয়েছে দুটি স্কুল হেলথ ক্লিনিক।

স্কুল হেলথ ক্লিনিকের ডাক্তারগণ কোন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবা দিতে না যাওয়ার ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে স্কুল হেলথ ক্লিনিক পরিচালক ডাঃ আবদুল ওহাব বলেন, এ জন্য তাদের কোন প্রকার যাতায়াত ভাতা দেয়া হয় না। তিনি বলেন, পাকিস্তান আমলে এসব চিকিৎসকদের বিভিন্ন স্কুলে যাতায়াতের জন্য ভাতা দেয়া হতো। স্বাধীনতার পর থেকে সে রেওয়াজ উঠে গেছে। ফলে তারাও স্বাভাবিক কারণে স্কুল পরিদর্শন থেকে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৫১ সালে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে স্কুল হেলথ সার্ভিসের অধীনে স্কুল হেলথ ক্লিনিক চালু করা হয়।